Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নিকট আত্মীয়ের হক ও অধিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০০৯৫

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নিকট আত্মীয়ের হক ও অধিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০০৯৫

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নিকট আত্মীয়ের হক ও অধিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরিফা আক্তার, আইডিঃ ২৩১০০১২০০৯৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নিকট আত্মীয়ের হক ও অধিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আরিফা আক্তার

আইডিঃ ২৩১০০১২০০৯৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6
নিকট আত্মীয়ের পরিচয় 7
নিকট আত্মীয়ের প্রকারভেদ 8
নিকট আত্মীয়দের মধ্যে মর্যাদা/স্তরের ভিন্নতা 9
পিতা-মাতার হক 10
মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক 11
স্বামী স্ত্রীর হক 12
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক সমূহ 14
স্ত্রীর উপর স্বামীর হক সমূহ 15
পিতা মাতার উপর সন্তানের হক 17
সন্তানের হকগুলো হল- 17
ভাই- বোনের হক 24
দুধমাতা বা ধাত্রীর হক 25
সৎ মায়ের হক 25
অমুসলিম আত্মীয়দের হক 25
অমুসলিম আত্মীয়ের হক হলো: 25
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার হুকুম 27
প্রকৃত জ্ঞাতি সম্পর্ক 30
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতি ও উপায় 31
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব 32
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফযীলত 37
আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধির কতিপয় উপায় 41
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ 51

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম 51

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপকারিতা ও পাপ...51

আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকার নিদর্শন..54

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ..56

উপসংহার 62

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

অর্থ: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ঠতা ও আমাদের কর্মসমূহের খারাবী থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হেদায়েত দেয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরিক নাই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার উপর, তার পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীদের উপর এবং যারা কিয়ামত অবধি এহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের উপর।

মানুষ মাত্রই তার কিছু না কিছু আত্মীয়-স্বজন অবশ্যই রয়েছে এবং তাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠা নিতান্তই স্বাভাবিক। কারণ, মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব- সমাজ নিয়েই মানুষকে বাস করতে হয়। তাই মানুষ কখনোই একা বসবাস করতে পারে না। পরিবারও আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনই সুন্দর ও সুশৃংখল জীবন-যাপনে সাহায্য করে।

আত্মীয়দের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা নিয়েই এ পার্থিব জীবন বেঁচে থাকে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় না থাকলে জীবন হয়ে যায় নিরস, আনন্দহীন, একাকী, ও বিচ্ছিন্ন। তাই পার্থিব জীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার গুরুত্ব অপরিসীম।

এই বন্ধন রক্ষা করা কেবল সামাজিক দায়িত্বই নয়; এটি একটি মহান ইবাদত ও ইমানের গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

শয়তান মানুষের চিরশত্রু। শয়তান মানুষের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া -বিবাদ ও হানাহানি তৈরি করে মানুষের পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে। মানুষ ভালো থাকুক এটা কখনও শয়তানের কাম্য হতে পারেনা। শয়তান মানুষের ছোট খাটো বিষয়কে

লালন করে ধীরে ধীরে বড় আকার ধারণ করায়। শেষ পর্যন্ত পরম আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্নতার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যা শরীয়ত কিংবা মানব দৃষ্টিতেও কখনো কাম্য নয়। এটি একটি মহাপাপ ও মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ ও রহমত লাভ এবং জান্নাতে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে।
কুরআন ও হাদিসে নিকট আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের সাহায্য করা ও সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে।

নিকট আত্মীয়ের পরিচয়

আত্মীয় শব্দের সাধারণ অর্থ হলো- **আপনজন, স্বজন, পরিবার, জ্ঞাতি বা কুটুম্ব**। আত্মীয়ের আরবি হচ্ছে الرَّحِمُ (আর-রাহিমু) বা ذُو الرَّحِمِ (যুর রাহিম)। 'রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যাদের সাথে গভীর ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়, তাদেরকেই আত্মীয় বলা হয়।
'আত্মা' বা 'আত্ম'' শব্দ থেকে 'আত্মীয়' শব্দের উৎপত্তি, যার সহজ অর্থ "নিজের বা আপন।

আর নিকট আত্মীয় বলতে সাধারণত রক্তের সম্পর্কে সরাসরি আবদ্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং পরিবারের মূল সদস্যদের বোঝায় যাদের সাথে বংশীয় সম্পর্ক সবচেয়ে গভীর। যেমন: বাবা-মা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, চাচা-ফুপু, দাদা-দাদি, নানা-নানি, মামা-খালা এবং তাদের সন্তানরা।

এ সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,
وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَى وَالْمَسٰكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لا لا
অর্থ: তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার করো মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের

মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।
(সুরা নিসা:৩৬)

নিকট আত্মীয়ের প্রকারভেদ

ইসলামে নিকট আত্মীয় মূলত তিন প্রকার যথা :

১) রক্ত সম্পর্কীয় :

জন্ম সূত্রে যাদের সাথে আত্মীয়তা হয়। যেমন :
বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-বোন, চাচা, মামা, খালা, ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগ্নে-ভাগ্নি প্রভৃতি।

২) বৈবাহিক সূত্রীয় আত্মীয় :

বিয়ের মাধ্যমে যাদের সাথে আত্মীয়তা হয়। যেমন :স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, জামাই, পুত্রবধূ প্রভৃতি।

৩)দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয় :

দুধ পান করার মাধ্যমে যে আত্মীয়তা হয়।
যেমন :দুধ মা, দুধ ভাই, দুধ বোন।
ইসলামে এসব আত্মীয়ের হক আদায় সম্মান করা এবং সম্পর্ক রাখা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
إِنَّكُم ْسَتَفْتَحُوْن َمِصْر َوَهِي َأَرْض ٌيُسَمَّى فِيْهَا الْقِيْرَاط ُفَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَأَحْسِنُوْا إِلَى أَهْلِهَا فَإِن َّلَهُم ْذِمَّة ًوَرَحِمًا .أَو ْقَال َذِمَّة ًوَصِهْرًا-
অর্থ: 'নিশ্চয়ই তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে। সেটা এমন একটি ভূমি যাকে 'ক্বীরাত্ব' বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে দীনার-দিরহামের প্রাচুর্য রয়েছে। যখন তোমরা সেটা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা তাদের জ্ঞাতি সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে'।'

অর্থাৎ ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা হাজেরার দিক দিয়ে বংশীয় বা রক্ত সম্পর্ক এবং রাসূলপত্নী মারিয়া কিবতিয়ার দিক দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক। (মুসলিম হা/২৫৪৩; মিশকাত হা/৫৯১৬)।

নিকট আত্মীয়দের মধ্যে মর্যাদা/স্তরের ভিন্নতা

নিকট আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্কে গভীরতা ও মর্যাদার স্তর ভিন্নতর হয়। এই মর্যাদা সাধারণত রক্ত সম্পর্ক ও বংশের নৈকট্য অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে মর্যাদার প্রধান স্তরগুলো হলোঃ

১) সর্বোচ্চ স্তর (মাতা-পিতা) : নিকট আত্মীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন পিতা-মাতা। পিতা ও মাতার মধ্যে মাতার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।

যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন,
وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰي وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ
اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۭ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ
অর্থ :আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। (**সুরা লুকমান- ১৪**)

হাদিসে এসেছে

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এক লোক জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন তোমার মা। লোকটি বলল তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। লোকটি

বলল তারপর কে? আবার তিনি বললেন তোমার মা। লোকটি বলল তারপর কে? তিনি বললেন তোমার পিতা।
(বুখারি হাদিস ৫৯৭১:মুসলিম হা/২৫৪৮)।

২) দ্বিতীয় স্তর (সন্তান সন্ততি) : নিজের ছেলে মেয়ে এবং তাদের বংশধর।

৩) তৃতীয় স্তর (ভাই বোন) : ভাই-বোন এবং বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রীয় ভাই-বোন।

৪) চতুর্থ স্তর : দাদা-দাদী, নানা-নানি, নাতি নাতনি।

৫) পঞ্চম স্তর: চাচা, ফুফু, মামা, খালা এবং তাদের সন্তানেরা।

পিতা-মাতার হক

ইসলামে পিতা-মাতার হক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা নিজের ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের জন্ম ও লালন পালনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের হক হল -
১) পিতা-মাতাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া। যদিও তাদের পক্ষ থেকে কোন বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।
২) আচার -আচরণ, কথা-বার্তায় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
৩) শরিয়ত সমর্থিত সকল কাজে তাদের কথা মেনে চলা।
৪) যদি প্রয়োজন হয় তবে তাদের আর্থিক সাহায্য -সহযোগিতা করা। (যদিও তারা বিধর্মী হয়)।
৫) অসুস্থ হলে সেবা করা।
৬) তাদের জন্য দোয়া করা।

মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক

১) তাদের কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা।

২) তাদের গুনাহ মাফ ও রহমতের দোয়া করা।

৩) তাদের সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান সদাকা করা।

৪) তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে আর্থিক ও দৈহিক সেবা প্রদান করা এবং সদাচরণ করা।

৫) মাঝে মধ্যে তাদের কবর জিয়ারত করা।

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَضٰي رَبُّك َاَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا َاِيَّاه ُوَبِالْوَالِدَيْن ِاِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَن َّعِنْدَك َالْكِبَر َ
اَحَدُهُمَا َاَو ْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُل ْلَّهُمَا َاُف ٍّوَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل ْلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

অর্থ: আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। **(সূরা ইসরা- ২৩)**

আরো বলা হয়েছে,

وَاخْفِض ْلَهُمَا جَنَاح َالذُّل ِّمِن َالرَّحْمَة ِوَقُل ْرَّب ِّارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي ْصَغِيْرًا ۭ

অর্থ: আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, ‘হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন’।

(সূরা ইসরা- ২৪)

হাদিসে এসেছে,

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, পিতা হল জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা তুমি চাইলে এ দরজা কে রক্ষা করো অথবা নষ্ট করো । (সুনান আত তিরমিজি - ১৯০০)

আব্দুল্লাহ ইবনু আম্মুর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি, তার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি নিহিত। **(সুনান আত তিরমিজি -১৮৯৯)**

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং নেক সন্তান যারা তার জন্য দো'আ করে"। **(মুসলিম হাদিস- ১৬৩১, আবু দাউদ- ২৮৮০)**

স্বামী স্ত্রীর হক

একটি পরিবার সুন্দর ও সুখময় করে গড়ে তুলতে হলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। তবেই পরিবারের শান্তি বজায় থাকে। সাধারণত বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পিছনে যে কারণগুলো থাকে, সেগুলো হলো, স্বামী - স্ত্রী একে অপরের হকগুলো যথাযথ ভাবে আদায় না করা, একজন অন্যজনকে গুরুত্ব না দেওয়া, কথায়/কাজে অযথা দ্বিমত পোষণ করা, একে অন্যের প্রতি আস্থা না রাখা, বিশ্বাস না রাখা এ সকল কারণে একসময় তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ চরমে পৌঁছে এবং দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং উভয়ের কর্তব্য হলো পরস্পরের হকগুলো যথাযথভাবে জানা এবং তা আদায় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। ত্রুটি হয়ে গেলে তা স্বীকার করে নেওয়া এবং অতি দ্রুত সেটাকে শুধরে নেওয়া। এভাবে সবকিছু সহজ ভাবে মেনে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। তাহলে সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। শুধরে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে না তুললে সামান্য মালিন্যও অন্তরে প্রচন্ড কষ্ট অনুভব করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُن لِبَاس لَكُم وَأَنْتُم لِبَاس لَهُن

অর্থ: স্ত্রীগন তোমাদের পোশাকস্বরুপ আর তোমরা স্ত্রীদের পোশাকস্বরুপ। **(সুরা বাকারা-১৮৭)**

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক সমূহ

১) দেনমোহর পরিশোধ করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاٰتُوا النِّسَآء َصَدُقٰتِهِن َّنِحْلَةً ؕ فَاِن ْطِبْن َلَكُم ْعَن ْشَيْء ٍمِّنْه ُنَفْسًا فَكُلُوْه ُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

অর্থ: আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।**(সুরা নিসা- ৪)**

২) স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَاشِرُوهُن َّبِالْمَعْرُوف ِ

অর্থ: তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচারণ কর। (**সূরা নিসা- ১৯**)

৩) কথায় /কাজে কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করা।

৪) উচ্ছৃঙ্খল বেপর্দা চলাফেরা করতে থাকলে নম্র ভাষায় তাকে বোঝানো।

৫) সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ না করা। কথায় কথায় ধমক না দেওয়া, রাগ না করা।

৬) স্ত্রীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করে এমন বিষয়ে সংযত থাকা। শুধু শুধু স্ত্রীর প্রতি অসদাচারণ না করা। তার সম্পর্কে উদাসীন না থাকা।

৭) সামর্থানুযায়ী স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া তবে অপচয় না করা।

হাদিসে এসেছে,

সাহাবি হযরত মুয়াবিয়া ইবনে রাযি, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি অধিকার রয়েছে? রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা যখন খাও তাদেরকেও খাওয়াবে। যখন তোমরা পরিধান করবে তাদেরকেও পরতে দিবে। (সুনানে আবু দাউদ ;২১৪২)

৮) নামাজ পড়া এবং দ্বীনের আহকাম মেনে চলার জন্য উৎসাহ দিতে থাকা। হায়েস-নেফাসের মাসয়ালাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া। শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

৯) একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা।

১০) চাহিদানুযায়ী তাদের সাথে মেলামেশা করা।

১১) অনুমতি ব্যতীত আজল না করা।

১২) একান্ত নিরুপায় না হলে তালাক না দেওয়া। প্রয়োজনে শরীয়ত গৃহীত পন্থায় তালাক দেওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّتِي تَخَافُونَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواعَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

অর্থ: তোমরা যে সকল স্ত্রীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। (সুরা নিসা- ৩৪)।

১৩) প্রয়োজন মাফিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৪) মাঝে মধ্যে স্ত্রীর নিকট আত্মীয়দের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ করে দেওয়া।

১৫)স্ত্রীর সাথে মেলামেশার চিত্র অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

১৬)প্রয়োজনে স্ত্রীকে শাসন করা, সতর্ক করা, শরীয়ত যতটুকু অনুমতি দিয়েছে তার চেয়ে বেশি হাত না তোলা।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক সমূহ

১) সর্বদা স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করা।

২) স্বামীর সাথে অসংযত আচরণ না করা। স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া।

৩) শরিয়ত সম্মত সকল কাজে স্বামীর আনুগত্য করা এবং শরিয়ত বিরোধী কাজে অপারগতা তুলে ধরা এবং স্বামীকে নরম ভাষায় বোঝানো।

৪) প্রয়োজনাতিরিক্ত ভরণ-পোষণের দাবি না করা।

৫) পর-পুরুষের সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক না রাখা।

৬) স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে ঢোকার অনুমতি না দেওয়া।

৭) অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া।

৮) স্বামীর সম্পদ হেফাজত করা, অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে কাউকে কিছু না দেওয়া।

৯) স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে অতিরিক্ত নফল নামাজে মশগুল না থাকা। অতিরিক্ত নফল রোজা না রাখা।

১০) স্বামী মেলামেশার জন্য আহবান করলে শরিয়ত সম্মত কোন ওযর না থাকলে আপত্তি না করা।

১১) স্বামীর আমানত হিসেবে নিজের ইজ্জত হেফাজত করা, কোন ধরনের খেয়ানত না করা।

১২) স্বামী দরিদ্র কিংবা অসুন্দর হওয়ার কারণে তাকে তুচ্ছ না করা।

১৩) স্বামীকে কোন গুনাহের কাজ করতে দেখলে আদবের সাথে তাকে বিরত রাখা।

১৪) স্বামীর নাম ধরে না ডাকা।

১৫) স্বামীর কাছে স্বামীর বাড়ির কারো নামে বদনাম/দোষ ত্রুটি বর্ণনা না করা।

১৬) শ্বশুর -শ্বাশুড়িকে সম্মানের পাত্র মনে করা। তাদেরকে শ্রদ্ধা করা। ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অন্য কোন উপায়ে তাদের মনে কষ্ট না দেওয়া।

১৭)সন্তানদের লালন পালনে অবহেলা না করা।

হাদিস শরিফে এসেছে,

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা:) থেকে বর্ণিত '' তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজান মাসে রোজা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, স্বামীর অনুগত থাকে তাকে বলা হবে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ করো। **(মুসনাদে আহমদ- ১৬৬১)**

পক্ষান্তরে,

যে স্ত্রী স্বামী সঙ্গে ভালো আচরণ করে না, স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, তার সম্পর্কে হাদিসে এসেছে যে,তার কোন নামাজ কবুল হয় না, কোন নেক আমল উপরে উঠানো হয় না, যতক্ষন স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হবে। **(সহিহ ইবনে হিব্বান-৫৩৫৫)**

পিতা মাতার উপর সন্তানের হক

সন্তান মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে যত নেয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে দামি নেয়ামত সন্তান। সন্তান দুনিয়াতে আসার মাধ্যম হলো বাবা-মা। বাবা-মার খেদমত, ও সম্মান সন্তানের যেমন কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে বলেন,

الَّذِين َآمَنُوا قُوا أَنفُسَكُم ْوَأَهْلِيكُم ْنَارًا وَقُودُهَا النَّاس ُوَالْحِجَارَة ُعَلَيْهَا مَلَائِكَة ٌ
غِلَاظ ٌشِدَاد ٌلَا يَعْصُون َاللَّه َمَا أَمَرَهُم ْوَيَفْعَلُون َمَا يُؤْمَرُون.َ

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তার অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়।

(সুরা তাহরিম- ৬)

সন্তানের হকগুলো হল-

১) সতী সাধ্বী ও চরিত্রবান মহিলাকে বিবাহ করা যাতে তার ঔরসে সুসন্তান জন্ম লাভ করে। সন্তানের হক জন্মের আগ থেকেই শুরু হয়। ইসলামে নেককার স্ত্রী নির্বাচনকে সন্তানের প্রথম অধিকার বলা হয়।

রাসূল বলেছেন:

"নারীকে চারটি বিষয়ের কারণে বিবাহ করা হয়... তুমি দ্বীনদার নারীকে প্রাধান্য দাও।"**(বুখারী- ৫০৯০, মুসলিম- ১৪৬৬)**

২) জন্মের পর কানে আযান দেওয়া: সন্তান দুনিয়াতে আসার পর গোসল দিয়ে পরিষ্কার করে তার ডান কানে আজান দেয়া, তা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। এটি পিতামাতার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

হযরত আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হাসান ইবনে আলীর কানে আজান দিতে দেখেছি। **(সুনান আবু দাউদ-৫১০৫)**

৩) তাহনিক করা: তাহনীক অর্থ- নেককার কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দেওয়া। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশুদের জন্য তাহনীক করতেন এবং বরকতের দোয়া করতেন। (সহিহ বুখারি- ৫৪৬৭)।

(৪) সুন্দর নাম রাখা: জন্মের পর সন্তানের জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করা পিতামাতার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। নাম অর্থবহ হওয়া নামের সৌন্দর্য। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক অসুন্দর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। **(আবু দাউদ-৪৯৫২-৪৯৬১)**

(৫) জন্মের পর আকিকা করা: সন্তানের আকিকা করা ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বিষয়। ছেলের পক্ষ থেকে **২**টি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে **১**টি ছাগল আল্লাহর নামে জবেহ করা।

হাদিসে এসেছে,

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সকল নবজাতক তার আকিকার সাথে আবদ্ধ। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে জবেহ করা হবে। ঐ দিন তার নাম রাখা হবে। আর তার মাথার চুল কামানো হবে।

(সুনানে আবু দাউদ- ২৮৩৮)

(৬) সুন্নাতে খৎনা করা: ছেলেদের খাতনা করানো একটি অন্যতম সুন্নাত। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সপ্তম দিবসে আকিকা আর খাতনা করিয়েছেন। **(আল-মুজামুল আওসাত- ৬৭০৮)**

৭) তাওহীদ শিক্ষা দেয়া: শিশু যখন কথা বলা আরম্ভ করবে তখন থেকেই আল্লাহর তাওহীদ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন: "হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখাতে চাই। তুমি আল্লাহর অধিকারের হেফাযত করবে, আল্লাহও তোমার হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর অধিকারের হেফাযত করবে, তুমি তাঁকে সর্বদা সামনে পাবে। যখন কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সহযোগিতা চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর জেনে রাখ! যদি পুরো জাতি যদি তোমার কোন উপকার করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার কোন উপকার করতে সমর্থ হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি পুরো জাতি যদি তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলমের লিখা শেষ হয়েছে এবং কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে।" **(তিরমিযী- ২৫১৬)**

(৮) কুরআন শিক্ষা দান: ছোট বেলা থেকেই সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। কেননা কুরআন শিক্ষা করা ফরয।

কুরআন শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।" **(সহীহ বুখারী- ৫০২৭)**

(৯) সলাত শিক্ষা দেয়া ও সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করা: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যে পিতা-মাতা তার সন্তানকে সলাত শিক্ষা দিবেন এবং সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করাবেন। হাদীসে এসেছে: "আমর ইবনে শূয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাবা তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সলাতের নির্দেশ দাও সাত বছর বয়সে। আর দশ বছর বয়সে সলাতের জন্য মৃদু প্রহার কর এবং শোয়ার স্থানে ভিন্নতা আনো।" **[সুনান আবু দাউদ: ৪৯৫]**

১০) আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া: সন্তানদের উত্তম আচরণ শিক্ষা দেয়া পিতামাতার উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বলেছিলেন,

وَوَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِى الۡاَرۡضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرٍۚ ١٨,وَاقۡصِدۡ فِىۡ مَشۡيِكَ وَاغۡضُضۡ مِنۡ صَوۡتِكَ‌ؕ اِنَّ اَنۡكَرَ الۡاَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ الۡحَمِيۡرِ ١٩

অর্থ: 'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।

" **[সূরা লুকমান ১৮,১৯]**

(১১) শিশুকালে যত্ন ও স্নেহ মমতার সাথে সন্তানদেরকে লালন-পালন কর: এর অনেক ফযীলত রয়েছে। বিশেষত: কন্যা সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে মনে কোন সংকোচ দেখা না দেওয়া। কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফযীলতও অপরিসীম। ধাত্রীর দুধপান করাতে হলে চরিত্রবান ও দ্বীনদার ধাত্রী খুঁজে নেওয়া কেননা শিশুর চরিত্র গঠনে দুধের প্রভাব অবশ্যই পড়ে থাকে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম). হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চুম্বন দিলেন। আদর করলেন। সে সময় আকরা ইবনে হাবিস রাদিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমারতো দশটি সন্তান কিন্তু আমিতো কখনো আমার সন্তানদেরকে আদর স্নেহ করিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে অন্যের প্রতি রহম করে না আল্লাহও তার প্রতি রহম করেন না। **(বুখারি- ৫৯৯৭)**

(১২) দ্বীনী ইলম ও আদব শিক্ষা দেওয়া: সন্তানকে দীনি ইলম শিক্ষা দেয়া ফরজ করা হয়েছে। কারণ দীনি ইলম না জানা থাকলে সে বিভ্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ। **(ইবন মাজাহ ২২৪)**

(১৩)প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করা: সন্তানদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত লালন-পালন করতে হবে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে হবে।

হাদিসে এসেছে

উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আবূ সালামার সন্তানদের জন্য আমি যদি খরচ করি এতে কি আমার জন্য প্রতিদান রয়েছে? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ যতদিন তুমি খরচ করবে ততদিন তোমার জন্য প্রতিদান থাকবে।" [সহীহ বুখারী: ৫৩৬৯]

(১৪) সক্ষম করে তোলা: সন্তানদেরকে এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে তোলা, তারা যেন উপার্জন করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এভাবে বলেছেন: "তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সক্ষম ও স্বাবলম্বী রেখে যাওয়া, তাদেরকে অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।" [সহীহ বুখারী:১২৯৫]

(১৫) বিবাহ দেয়া: সুন্নাহ পদ্ধতিতে বিবাহ দেয়া এবং বিবাহর যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা এবং উপযুক্ত সময়ে বিবাহের ব্যবস্থা করা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে: "নিশ্চয়ই পিতার উপর সন্তানের হকের মধ্যে রয়েছে, সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিবাহ দেবে।” [জামিউল কাবীর]

(১৬) দ্বীনের পথে পরিচালিত করা: পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানদেরকে দ্বীনের পথে, কুরআন-সুন্নাহর পথে পরিচালনা করা, দ্বীনের বিধান পালনের ক্ষেত্রে অভ্যস্ত করে তোলা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে বলেন,

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থ :বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।" **[সূরা ইউসুফ: ১০৮]**

সন্তানকে দ্বীনের পথে পরিচালনার মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করার এক বিরাট সুযোগ রয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন: "তোমার মাধ্যমে একজনও যদি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তবে তা হবে তোমার জন্য লালবর্ণের অতি মূল্যবান উট থেকেও উত্তম।" [সহীহ বুখারী]

(১৭) সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করা: সন্তানগণ পিতামাতার কাছ থেকে ইনসাফ আশা করে এবং তাদের মাঝে ইনসাফ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে বলেছেন: "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো।" [সহীহ বুখারী: ২৫৮৭]

(১৮) ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে বিরত রাখা: ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত না রাখলে এই সন্তানগনই কিয়ামাতে পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে বলেন,

، يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

অর্থ :"হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" [সূরা আত-তাহরীম-৬]

আর কাফিররা বলবে,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

অর্থ :হে আমাদের রব, জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নীচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(সুরা হা-মিম আসসিজদাহ-২৯)

(১৯) পাপকাজ, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অপসংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা: সন্তান দুনিয়ার আসার সাথে সাথে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং বিভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রুপে, পোশাক-পরিচ্ছেদের মাধ্যমে, বিভিন্ন ফ্যাশনে, বিভিন্ন ডিজাইনে, বিভিন্ন শিক্ষার নামে

জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করে। তাই পিতা-মাতাকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

আল্লাহ বলেন: "
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

অর্থ :হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।" [সূরা তাগাবুন-১৪]

হাদীসে এসেছে, ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: " রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন।" [সহীহ বুখারী:৫৮৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সা-দৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।" [সুনান আবু দাউদ:৪০৩১]

(২০) দো'আ করা: সন্তানদের জন্য দো'আ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে,আর আল্লাহর নেক বান্দা তারাই যারা বলে:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ ٧٤ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.:

"অর্থ :হে আমাদের রব, আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।" [সূরা আলফুরকান-৭৪]

(২১) সন্তানের জন্য বদ দোয়া না করা: হিশাম ইব্‌ন আম্মা (রহঃ) .... জাবের ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা নিজেদের অভিশাপ দিও না। তোমরা তোমাদের সন্তান-

সন্ততিদের অভিশাপ দিও না, তোমরা তোমাদের চাকর-চাকরানীদের বদ্-দুআ কর না এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতি বদ্-দু’আ কর না। কেননা এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে যখন দু’আ (বা বদ-দু’আ) করলে তা কবুল হয়ে যায়। কাজেই তোমার ঐ বদ্-দু’আ যেন ঐ মুহূর্তের সাথে মিলে না যায়।
(আবু দাউদ ১৫৩২)

ভাই- বোনের হক

ইসলামে ভাই-বোনের সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ও হাদিসে তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মান, এবং অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাদের হকগুলো হল:

১) পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলা।

২) পরস্পরের প্রতি ইহসান করা।দয়া, নম্রতা ও কোমলতা প্রকাশ করা। রুক্ষতা ও কঠোরতা না করা।

৩) দোয়া করা।

৪) পরস্পরের মধ্যে ভুল ত্রুটি ও মনোমালিন্য হলে একে অন্যকে ক্ষমা করা।

(৫)মা- বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ভাই বোনের জন্য যে হক আল্লাহ তায়ালা নির্ধারন করে দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,
"যে ব্যক্তি কারও এক বিঘত জমিও জুলুম করে দখল করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত জমিন পর্যন্ত তা গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" (সহিহ বুখারী: ২৪৫২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ
"যে ব্যক্তি অন্যের হক অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করবেন এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন।
(সহিহ মুসলিম :১৬১০)

দুধমাতা বা ধাত্রীর হক

দুধপান করানোর কারণে ধাত্রীও মায়ের সমতুল্য, তার হক হলো-

(১) তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা।
(২) সম্ভব হলে তার যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে কার্পন্যতা না করা।
(৩) সামর্থ্য থাকলে একটি দাস বা দাসী খরিদ করে খেদমতের জন্য তাকে দান করা।
(৪) তার স্বামীর সাথেও সদয় আচরণ করা।

সৎ মায়ের হক

সৎ মা বাপের সহধর্মীনী এবং হাদীস শরীফে বাপের আপনজনদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এসেছে। তাই সৎ মায়েরও কিছু হক আছে। মা-বাপের মৃত্যুর পর যে যে হক পালন করার কথা বলা হয়েছে সৎ মায়ের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

অমুসলিম আত্মীয়দের হক

ইসলামে অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আছে। কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

অমুসলিম আত্মীয়ের হক হলো:

১) তাদের জন্যে হেদায়াতের দোয়া করা
২)আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।
৩)ভালো ব্যবহার করা
৪)খোঁজখবর নেওয়া
৫)সাহায্য ও উপহার দেওয়া

৬)অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া

৭)ন্যায়বিচার করা।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ:

لَا يَنْهَكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

অর্থ : (মুশরিকদের মধ্যে) দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আল-মুমতাহিনা**: ৮)"**

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ কর।(সহিহ বুখারী ২৬২০)।

এছাড়াও আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে যদি ইয়াতিম থাকে , তাদের লালন পালন অধিক সওয়াবের কাজ।

রাসুল(সা:) বলেছেন, বিধবা নারী ও গরীব মিসকিনকে সাহায্যকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণকারী ঐ মুজাহিদের মত যিনি রাতে আল্লাহর ইবাদত করে এবং দিনে রোজা রাখে। নিজেদের কোনো ইয়াতীম অথবা অন্য কারও কোনো ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণকারী যখন সে আল্লাহকে ভয় করবে, তার জন্য [রয়েছে জান্নাত] আমি এবং সে ব্যক্তি জান্নাতে এ দুটি আঙ্গুলের মত কাছাকাছি থাকব"।

(বুখারি: ৫৩৫৩; তিরমিযি: ১৯১৮)।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার হুকুম

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং আত্মীয়দের ভিন্নতার কারণে ফরয, সুন্নাত ও বৈধ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা ওয়াজিব এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা সকলের ঐক্যমতে হারাম। তবে কারো কারো নিকট এটা কবীরা গোনাহ।

১) ফরয: পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ফরয।

আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا'

অর্থ :আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে' (সুরা আল-আনকাবুত- ৮)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا-

'অর্থ :আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন। (সুরা আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল) :২৩-২৪)।

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে হাদীছে অনেক নির্দেশ এসেছে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে বড় গোনাহ বলা হয়েছে।

হাদিসে এসেছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না?

সকলে বললেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন। এরপর বললেন, সাবধান, মিথ্যা কথা বলা'।"

(বুখারী -২৬৫৪, মুসলিম -৮৭)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কবীরা গুনাহ সমূহ কি? তিনি বললেন,

الإشراك بالله .قَال ثُم مَاذَا قَال ثُم عُقُوق الْوَالِدَيْن .قَال ثُم مَاذَا قَال الْيَمِين الْغَمُوس ، قُلْت وَمَا الْيَمِين الْغَمُوس ؟ قَال الَّذِي يَقْتَطِع مَال امْرِئ مُسْلِم هُو فِيهَا كَاذِب.

'অর্থ :আল্লাহর সাথে শরীক করা'। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 'পিতামাতার অবাধ্যতা'। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 'মিথ্যা শপথ করা'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা শপথ কি? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে (শপথের সাহায্যে) কোন মুসলিম ব্যক্তির ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়'।"

(বুখারী- ৬৯২০, আবু দাউদ- ২৮৭৫)

أَي الْعَمَل أَحَب إِلَى الله قَال الصَّلاة عَلَى وَقْتِهَا .قَال ثُم أَي قَال ثُم بِر الْوَالِدَيْن .قَال ثُم أَي قَال الْجِهَاد فِي سَبِيل الله.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম কোন আমল আল্লাহর নিকটে অধিক প্রিয়। তিনি বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করা। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বললেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, তারপর 'পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা'। তিনি বললেন, অতঃপর কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা'।

(বুখারী হা/৫২৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

رَغِم ٍأَنْف ُثُم َّرَغِم َأَنْف ُثُم َّرَغِم َأَنْف .ُقِيل َمَن ْيَا رَسُول َالله ِقَال َ
مَن ْأَدْرَك ِأَبَوَيْه ِعِنْد َالْكِبَر ِأَحَدَهُمَا أَو ْكِلَيْهِمَا فَلَم ْيَدْخُل ِالْجَنَّة.َ

অর্থ: 'তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক। তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক। তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক'। বলা হল, কার হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতামাতার একজনকে অথবা উভয়কে বার্ধক্যে পেল, কিন্তু (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।(মুসলিম- ২৫৫১)

২) সুন্নাত: অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা সুন্নাত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশকারী আমল সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বলেন, وتصيل ُالرَّحِم َ অর্থ: 'তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে'। (বুখারীর হা/১৩৯৬)

(৩) মানদূব বা বৈধ: কাফির-মুশরিক পিতা-মাতার সাথে সুসম্পর্ক
বজায় রাখা বৈধ। **যেমন আল্লাহ বলেন, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا** مَعْرُوق অর্থ: 'তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে।
(সুরা লুকমান- ১৫)।

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمَت ْعَلَى أُمِّي وَهِي َمُشْرِكَة ،فِي عَهْد ِرَسُول ِالله صلى الله عليه وسلم ،فَاسْتَفْتَيْت ُ
رَسُول َالله صلى الله عليه وسلم قُلْت ُإِن َّأُمِّي قَدِمَت ْوَهِي َرَاغِبَة ،ٌأفأصل ُ
أُمِّي ،قَال َنَعَم ْصِلِى أُمَّك.ِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকটে আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা আমার নিকটে এসেছেন, তিনি আমার প্রতি (ভাল ব্যবহার পেতে) খুবই আগ্রহী, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ কর'।
(বুখারী- ২৬২০, মুসলিম- ১০০৩)

প্রকৃত জ্ঞাতি সম্পর্ক

কোন ব্যক্তি যখন তার কোন আত্মীয় তার সাথে সাক্ষাৎ করার কারণে সে ঐ আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, এটাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা বলে না। বরং এটা হচ্ছে প্রতিদান স্বরূপ। অনুরূপভাবে যদি কোন কাজে সহযোগিতা ও প্রয়োজন পূর্ণ করা হয় আত্মীয়ের অনুরূপ কাজের বিনিময়ে তাহলে এটাকেও আত্মীয়তা রক্ষা করা বলা হবে না। এটাও হচ্ছে প্রতিদান বা বিনিময়। বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষা হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করা হ'লেও যে তা বজায় রাখে। আত্মীয় দুর্ব্যবহার করলেও যে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, খোঁজ-খবর নেয়, তারা তার সাথে অসদাচরণ করলেও সে উত্তম আচরণ করে। যেমন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا অর্থ: 'প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী নয়। বরং আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরও তা বজায় রাখে।
(বুখারী- ৫৯৯১; তিরমিযী- ২০২৩।)

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَى فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

অর্থ: 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি কিন্তু তারা আমার সাথে অসদাচরণ করে। তারা আমার সাথে গোয়ার্তুমি করে। আমি সহ্য করে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি তোমার বক্তব্য ঠিক হয়, তবে তো তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই পুরে দিচ্ছ। তোমার কারণে তাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হ'তে একজন সাহায্যকারী তাদের মুকাবিলায় তোমার সাথে থাকবেন'।''
(মুসলিম- ২৫৫৮;মিশকাত- ৪৯২৪)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতি ও উপায়

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কতিপয় কাজ করা জরুরী। সেগুলো হচ্ছে-

* তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা। তাদের অবস্থা সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া। তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা। তাদের যথাযথ সম্মান করা ও মর্যাদা দেওয়া। তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদেরকে দান করা।

* আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে আসলে তাদেরকে সানন্দে গ্রহণ করা ও যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা এবং মাঝে-মধ্যে তাদেরকে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করা। তাদের কোন অভিযোগ থাকলে তা শোনা ও দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

* তাদের সুসংবাদে শরীক হওয়া এবং দুঃসংবাদে সহমর্মী ও সমব্যথী হওয়া। তাদের নিরাপত্তা ও সংশোধনের জন্য দো'আ করা। বিবদমান বিষয় দ্রুত মীমাংসা করা এবং সম্পর্কোন্নয়ন ও মযবুত করণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

* আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ অসুস্থ হ'লে তাকে দেখতে যাওয়া এবং সাধ্যমত তার সেবা-শুশ্রুষা করা। আর কোন আত্মীয় দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করা।

* আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তাদের হেদায়াতের চেষ্টা করা, সঠিক পথের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া।

সেই সাথে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, বাধা দেওয়া। আত্মীয়-স্বজন সৎ কর্মশীল হ'লে এবং সঠিক পথে থাকলে এ সম্পর্ক অব্যাহত থাকা। পক্ষান্তরে আত্মীয়-স্বজন কাফের বা পাপাচারী হ'লে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং তাদের হেদায়াতের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

* যদি কোন আত্মীয়ের মধ্যে অহংকার, আত্মগৌরব, শত্রুতা ও বিরোধীভাব পরিলক্ষিত হয় অথবা কেউ যদি এই আশংকা করে যে, তার কোন আত্মীয় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে

ও তার সাথে বাড়াবাড়ি করবে, তাহ'লে তার সাথে নম্রতা অবলম্বন করা অথবা তাদের থেকে এমনভাবে দূরত্ব বজায় রাখা যে, সেটা যেন তাদের কোন কষ্টের কারণ না হয়। আর তাদের জন্য অধিক দো'আ করা, যাতে আল্লাহ তাদের হেদায়াত করেন। আত্মীয়দের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হওয়া।

সর্বোপরি আত্মীয়-স্বজনের সাথে নম্র ব্যবহার এবং তাদের সাথে সম্ভাব-সম্প্রীতি স্থাপন ও পরস্পর ভালবাসার সৃষ্টির মাধ্যমে এ সম্পর্ক অটুট রাখা যায়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব

সমাজের মানুষ পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। একে অপরের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অতি জরুরী। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্বের আরো কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১.মহান আল্লাহর নির্দেশ:

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন,
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن الشبيل ومَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم
إِن اللهَ لا يُحِب مَن كَان مُختَالا فَخَوْرًا
অর্থ: 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে'
(সুরা নিসা- ৩৬)।

তিনি আরো বলেন, وآت ذا القربى حقه অর্থ: 'আত্মীয়কে তার অধিকার প্রদান কর'।

(বনী ইসরাঈল- ২৬)

তিনি আরও বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থ: 'আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং তোমরা সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন' (সুরা নিসা- ১)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

والَّذِين يَصِلُّون ما أمر الله به أن يوصل ويخشوْن رَبَّهُم وَيُخَافُون سُوة الحناب

অর্থ: 'আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে' (সুরা রা'দ- ২১)।

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين

অর্থ: আমি বানী ইসরাঈলের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, পিতামাত, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে' (সুরা আল বাকারাহ- ৮৩)।

فهل عسيتم إن توليتم أن تفيدوا في الأرض وتقطعوا أزخامكم অর্থ: 'তবে কি (হে মুনাফিক সমাজ!) তোমরা আধিপত্য লাভ করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন সমূহ ছিন্ন করবে?' (সুরা মুহাম্মাদ- ২২)। অন্যত্র তিনি বলেন, إن الله يأمر بالغذل والإحسان وإيشاء ذي القرني অর্থ : 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন' (সুরা নাহল- ১০)।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর হাদিস:

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) নবুওয়াতের প্রাথমিক দিক থেকে তাকীদ করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

لما أنزلت هذه الآية) واللير عشيرتك الأقربين (دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فريشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَم وخص فقال يا نبي كعب بن لؤي القلوا انفسكم من النار يا نبي مرة بن كعب القلوا الفسكم من النَّار ِيَا بَنِي عَبْد ِالخمس القلوا الفنكم من النار يا بين عبد مناف القلوا الفنكُم مِن َالنَّار ِيَا بَنِي هَاشِمٍ ِالقِلُوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب القلوا الفكم من النار يا فاطمة القدي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحما سأبلها بلالها

وانذر عشيرتك الأقربين। অর্থাৎ যখন আয়াত নাযিল হল তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' (সুরা শু'আরা- ২১৪)।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকে বললেন, হে বনী কা'ব ইবনু লুআই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা কর। হে বানী মুররা বিন কা'বা তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে বাঁচাও। হে বানী আবদে শামস। তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে মানাফ গোত্রীয় লোকজন। নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা করা হে হাশেম বংশীয়রা। নিজেদেরকে আগুন হ'তে রক্ষা করা হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশের লোকজন। নিজেদেরকে আগুন হ'তে রক্ষা করো। হে মুহাম্মাদ তনয়া ফাতেমা! নিজেকে আগুন হ'তে রক্ষা কর। নতুবা আমি তোমাকে আল্লাহর কোপানল হ'তে রক্ষা করতে পারব না, আমার করার কিছুই থাকবে না। কেবল তোমরা যে আমার রক্তের বন্ধনে বাঁধা, এই যা আমি আমার রক্তের হক আদায় করি'।"(মুসলিম- ২০৪)

রোমের বাদশাহ হিরাকল আবু সুফিয়ানকে যে প্রশ্ন করেছিল, সে সম্পর্কিত হাদীছে আছে,

قال ماذا يأمركم قلت يقول العبدوا الله وحده ،ولا تشركوا به شيقاء والركوا ها يقول اناؤُكُم ، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعقاب والعلة.

অর্থ: 'হিরাকল বলল, তিনি তোমাদের কি আদেশ করেন? আবু সুফিয়ান বলেন, তখন আমি বললাম, তিনি বলেন, 'তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না। তোমাদের পিতৃপুরুষ যা বলত (যে সবের ইবাদত করা), তা ছেড়ে দাও। তিনি আমাদের আদেশ করেন ছালাত আদায় করতে, ছাদাক্বাহ দিতে, পূতপবিত্র থাকতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে'।

(বুখারী হা/৭, ২৯৪১।)

৩.জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম:

আবু আইয়ুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন,

الخيري يعمل يدخلني الجنة .قال ما له ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله ، لعبد الله ،ولا تشرك به شيئا ،وتقيم الصلاة ،وتؤتي الزكاة ،والصل الرحم

অর্থ: 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তার কী হয়েছে। তার কী হয়েছে! এবং বললেন, তার দরকার রয়েছে তো। তুমি আল্লাহর 'ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে অপর কোন কিছুকে শরীক করবে না। ছালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে'।**

(বুখারী হা/১৩৯৬)।

আবূ আইউব আনছারী (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভ্রমণকালে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল,

,أخبرني ما يُقربي مِن َالْجَنَّة ،ِوَيُبَاعِدُنِي مِن َالنَّار ؟ِقَال َتَعْبُدُ ُالله َوَلَا تُشْرِك ْ بِه ِشَيْئًا،الصَّلاة ،َوَتُؤْتِي' الزَّكَاة ،َوَتَصِل ُّالرَّحِم

হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম হ'তে দূরবর্তী করবে। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে'।"

(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯: সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫০৮।)

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না:

খাদীজা (রাঃ) সর্বপ্রথম অহী নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে বলেন

كلا والله ما يجزيك الله أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وَتَحْمِل ُالْكَل ،َّوَتَكْسِب ُالْمَعْدُوم ، وتقرى

الحق نَوَالِب عَلَى ُوَتُعِين ،الصيف

অর্থ: 'আল্লাহর কসম, কক্ষনো না। আল্লাহ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন'।
(বুখারী-৩, 'অহি-র সূচনা পর্ব')।

৫.আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়:

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়া ও শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। এ প্রসঙ্গে র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ليس شَيْء أُطِيع الله فيه أَعْجَل ثَوَابًا مِن صلة الرحم ،وَلَيْس شَيْء أَعْجَل عِقَابًا مِن الْبَغْي وَقَطِيْعَة- الرجم

অর্থ: 'আল্লাহর আনুগত্য সম্পন্ন এমন কোন কাজ নেই, যার মাধ্যমে দ্রুত ছওয়াব লাভ করা যায় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ব্যতীত। আর বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত কোন কাজে দ্রুত শাস্তি আপতিত হয় না'।
(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/৬২। ছহীহুল জামে' হা/৫৩৯১। ছহীহাহ হা/৯৭৮।)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং এ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা সবার জন্য আবশ্যক। যে ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্ক বজায় রাখলে ইহকালীন ও পরকালীন বহু ফায়দা রয়েছে। আবার এ সম্পর্ক ছিন্ন করলে পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণে আমাদেরকে যথা সম্ভব সচেষ্ট হতে হবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফযীলত

আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার ফযীলত বহুবিধ। তন্মধ্যে কতিপয় দিক এখানে উল্লেখ করা হল-

১. আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের পরিচায়ক:

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানের পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وَمَن كَان يُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر فَلْيَصِل رَحِمَه ، অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'।(বুখারী -৬১৩৮)

২. আল্লাহর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ:

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা আল্লাহর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِين يَصِلُون مَا أَمَر الله بِه أَن يُوصَل وَيَخْشَوْن رَبَّهُم وَيَخَافُوْن سُوء الحساب- 'অর্থ: আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। (সুরা রা'দ -২১)

৩.আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম:

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِن الرَّحِم شُحْنَة مِن الرَّحْمَن تَقُول يَا رَب إِنِّي قُطِعْت يَا رَب إِنِّي ظُلِمْت يَا رَب إِنِّي أَسِيء إِلَى يَا رَب يَا رَب. فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا عَز وَجَل فَيَقُوْل أَمَا تَرْضَيْن أَن أصل مَن وَصَلَك وَأَقْطَع مَن قَطَعَك.

অর্থ: ‘রেহেম' (রক্তের বাঁধন) 'রহমানের' অংশবিশেষ। সে বললো, 'হে প্রভু! আমি মাযলুম, আমি ছিন্নকৃত। হে প্রভু! আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। হে প্রভু! হে প্রভু! তখন তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা জবাব দিলেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব এবং যে তোমাকে যুক্ত করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখব'?

(আল আদাবুল মুফরাদ হা/৬৫)

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত প্রতিপালন করা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতকে বিভিন্ন বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। তন্মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা অন্যতম। সুতরাং আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা হ'লে তাঁর উপদেশ প্রতিপালন করা হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

'আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কতিপয় উত্তম গুণের ব্যাপারে উপদেশ দেন। তিনি আমাকে উপদেশ দেন যে, আমি যেন আমার চেয়ে উঁচু স্তরের লোকের দিকে লক্ষ্য না করি; বরং আমার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের দিকে তাকাই। তিনি আরো উপদেশ দেন, দরিদ্রদের ভালবাসতে ও তাদের নিকটবর্তী হ'তে। তিনি উপদেশ দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, যদিও তারা পৃষ্টপ্রদর্শন করে। (সহিহ আত তারগীব হা/২৫২৫)

৫.আল্লাহর নিকটে অন্যতম প্রিয় আমল

মানুষের কৃত অনেক আমল আল্লাহর নিকটে প্রিয় ও পসন্দনীয়। তন্মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা অন্যতম। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

'খাছ'আম গোত্রের জনৈক লোক হ'তে বর্ণিত সে বলল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আসলাম। তিনি তখন ছাহাবীদের একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে ছিলেন। আমি বললাম, আপনিতো সেই ব্যক্তি যিনি ধারণা করেন যে, আপনি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আমল আল্লাহর নিকটে পসন্দনীয়? তিনি বললেন, আল্লাহর উপরে ঈমান আনা। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর কি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর কি? তিনি বললেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আমল আল্লাহর নিকটে অপসন্দনীয়? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর কি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আমি বললাম, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর কি? তিনি বললেন, গর্হিত কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং সৎকাজে নিষেধ করা'।"

(সহিহ আত তারগীব হা/২৫২২)

৬.বয়স ও রিযিক বৃদ্ধির উপায়:

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে মানুষের বয়স ও জীবিকা বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, من مرة أن يبسط له بن رزقي، وأن رحمة فليصل ،الري في له يشنأ অর্থ: যে তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করে'। (বুখারী হা/২০৬৭)

অন্যত্র তিনি বলেন, যে তার জীবিকার প্রশস্ততা এবং আয়ু বৃদ্ধি পছন্দ করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করে'। (বুখারী হা/৫৯৮৬)

এখানে বয়স বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে হায়াতে বরকত লাভ করা। সেই সাথে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ দেহ, শক্তিমত্তা এবং অধিক কাজ করার ক্ষমতা লাভ করা।" কেউ কেউ বলেন, বয়স ও রিযিক বৃদ্ধির তাৎপর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রকৃতই বান্দার বয়স ও জীবিকা বাড়িয়ে দেন। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ নেই যে, বয়স ও রিযিক নির্ধারিত। সুতরাং তা কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে? কেননা হায়াত ও রিযিক দু'ধরনের যথা-

১. সাধারণ: যা কেবল আল্লাহ জানেন। এটা অপরিবর্তিত।

২. লিপিবদ্ধ: যা তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিখিয়েছেন ও তাদের অবহিত করেছেন। বিভিন্ন কারণ ও ঘটনার প্রেক্ষিতে এটা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।(ইবনু তায়মিয়াহ ৮/৫১৭)

৭. আত্মীয়দের মাঝে পারস্পরিক মুহাব্বত বৃদ্ধির মাধ্যম:

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, من القى زلة ووصل زحثي و أجله وأرى حالة أقلة وأحتية অর্থ: 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে, তার মৃত্যু পিছিয়ে দেওয়া হয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালবাসে'। (আল আদাবুল মুফরাদ/৫৮)

অন্য শব্দে এসেছে এভাবে, من القي زية، ووصل رحمة، ألبية له في ع لرى ماله، أهلة واجبة অর্থ: যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে, তার আয়ু বর্ধিত করা হয়, তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালবাসে'।"(আল আদাবুল মুফরাদ/৫৯)

তিনি আরও বলেন, তোমরা তোমাদের বংশপরিচয় শিখে নাও, যা দ্বারা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক পরিবার-পরিজনের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি করে, সম্পদ বাড়ায় এবং বয়স বৃদ্ধি করে'। (তিরমিজি হা/১৯৭৯)

৮.পৃথিবীর অধিবাসীদের উন্নয়ন:

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা পৃথিবীবাসীদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে এবং তাদের বয়স বৃদ্ধি করে। এ মর্মে হাদিসে এসেছে, আয়েশা(রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করিম (সা:) বলেছেন, যাকে নম্রতা দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের বহু কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, উত্তম চরিত্র ও সৎ প্রতিবেশী দুনিয়ার অধিবাসীদের উন্নয়ন ঘটায় এবং বয়স বৃদ্ধি করে'।

(মুসনাদে আহমাদ সিলিসিলা ছহীহাহ হা/৫১৯। ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২৪)

৯.দ্রুত ছওয়াব লাভের উপায়:

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে অবিলম্বে ছওয়াব বা প্রতিদান লাভ করা যায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'আল্লাহর আনুগত্য সম্পন্ন এমন কোন কাজ নেই, যার মাধ্যমে দ্রুত ছওয়াব লাভ করা যায় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ব্যতীত। আর বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত কোন কাজে দ্রুত শাস্তি আপতিত হয় না'।

(সহিহুল জামে হা/৫৩৯১)

১০. আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে।

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে কিয়ামতের দিন আত্মীয়তার বন্ধন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وكل رجع آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها অর্থ: আত্মীয়তার বন্ধন কিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্টজনের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে এবং যদি সে তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রেখে থাকে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যদি সে তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে'।"

(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩। সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৭)

১১. জান্নাতে প্রবেশের উত্তম মাধ্যম।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে জান্নাতে প্রবেশ করা সহজ হয়। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে আরয করল, হে রাসূলুল্লাহ (সা:) 'আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার কথা যদি এই পর্যন্তই হয়ে থাকে, তবে একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্নই তুমি করেছ। গোলাম আযাদ কর এবং গর্দান মুক্ত কর'। সে ব্যক্তি বলল, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । দু'টা একই বস্তু নয় কি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না, গোলাম আযাদ করা তো কোন গোলামকে আযাদ করাই এবং গর্দান মুক্ত করা মানে আত্মীয়-স্বজনের মুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং প্রিয় বস্তু (অর্থ-সম্পদ) দান করা। যদি তা না পার, তবে ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াবে, তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। যদি তাতেও সমর্থ না হও, তবে কল্যাণকর কথা ব্যতীত তোমার মুখ বন্ধ রাখবে'।
(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৮: মিশকাত হা/৩৩৮৪, সনদ ছহীহ)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
পরস্পর সালাম বিনিময় কর, অন্যকে খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, রাতে ছালাত আদায় কর মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে, নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর'।
(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৪: মিশকাত হা/১৯০৭: সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬৯।)

আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধির কতিপয় উপায়

আত্মীয়তার সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও মযবৃত করা এবং তা অক্ষুণ্ণ ও অবিচল রাখার জন্য কিছু কাজ করা যজরুরী। নিম্নে সেসব উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া:

কোন জিনিসের ফলাফল ও শুভ পরিণতি অবগত হ'লে সে কাজ সম্পাদনে মানুষ উৎসাহী ও আগ্রহী হয় এবং তা সম্পাদনে সচেষ্ট ও যথাসাধ্য তৎপর হয়। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণতি সম্পর্কে জানা:

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ ও পরিণতি অবগত হ'লে মানুষ এসব থেকে সাবধান হবে। তাছাড়া এ কারণে যে পার্থিব অনিষ্ট রয়েছে তা জানলে এ বন্ধন রক্ষায় সচেষ্ট হবে।

৩. আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা:

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা নেকীর কাজ। তাই এ কাজ করার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করতে হবে। পক্ষান্তরে এ সম্পর্ক ছিন্ন করা পাপ। তাই এ পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্যও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

৪. আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহার সুন্দরভাবে মোকাবিলা করা:

জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মাঝে মুহাব্বত বজায় রাখা, তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং অসদাচরণেও ধৈর্য ধারণ করা ও তা সুন্দরভাবে মোকাবিলা করা। যেমন হাদীছে এসেছে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি কিন্তু তারা আমার সাথে অসদাচরণ করে। তারা আমার সাথে গোয়ার্তুমি করে। আমি সহ্য করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি তোমার বক্তব্য ঠিক হয়, তবে তো তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই পুরে দিচ্ছ। তোমার কারণে তাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হ'তে একজন সাহায্যকারী তাদের মুকাবিলায় তোমার সাথে থাকবেন'। (মুসলিম হা/২৫৫৮: মিশকাত হা/৪৯২৪: আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২।)

৫. ভুলের পর তাদের পেশকৃত কৈফিয়ত গ্রহণ করা:

আত্মীয়-স্বজন ভুল করার পর কৈফিয়ত পেশ করলে তাদের সে কৈফিয়ত গ্রহণ করা এবং তাদের ক্ষমা করে দেওয়া। যেমন ইউসুফ (আঃ) স্বীয় ভাইদের পেশকৃত কৈফিয়ত গ্রহণ করেন এবং তাদের ক্ষমা করে দেন (সুরা ইউসুফ ৯১-৯২)।

৬. তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া:

মানুষ মাত্রই ভুল করে, অপরাধ করে। সুতরাং আত্মীয়-স্বজনের কৃত ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া উদার চিত্ত ও ভদ্র-শালীন মানুষের পরিচয়। তাদের এ অপরাধ ভুলে যাওয়া এবং পরবর্তীতে কখনো এগুলো তাদের সামনে উচ্চারণ না করা। এতে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে।

৭. তাদের সাথে বিনয়ী ও নম্র আচরণ করা:

আত্মীয়দের সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করলে সম্পক মযবুত হয়। সম্পর্কের সেতুবন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকে। আত্মীয়-স্বজন আরো নিকটতর হয়। তাই আত্মীয়দের সাথে নম্র আচরণ ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে।

৮. তাদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা।

মানুষের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা মহত্ত্বের পরিচয়। বিশাল হৃদয়ের মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব। এর মাধ্যমে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, বৈরিতা দূরীভূত হয়। সুতরাং আত্মীয়দের ভুল-ত্রুটি আমলে না নিয়ে তা উপেক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

৯. তাদের জন্য সাধ্যমত ব্যয় করা:

আত্মীয়দের জন্য সাধ্যমত ব্যয় করা। কেননা তাদের জন্য দান করলে অধিক ছওয়াব পাওয়া যায় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হয়। যেমন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মদীনার আনছারগণের মধ্যে আবু তালহা (রাঃ) সর্বাধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তার কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হ'ল, 'তোমরা যা ভালবাস তা হ'তে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না' (আলে

ইমরান ৯২) তখন আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতো বলেছেন, 'তোমরা যা ভালবাস তা হ'তে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করবে না' (আলে ইমরান ৯২)। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে ছাদাক্বাহ করে আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই এই বাগানটি আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও'। আবু তালহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তার আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন'। (. বুখারী হা/১৪৬১। মুসলিম হা/৯৯৮। মিশকাত হা/১৯৪৫।)

অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে নারী সমাজ! তোমরা ছাদাক্বাহ (দান) কর যদিও তা তোমাদের গহনাপত্রের মাধ্যমে হয়'। যয়নাব (রাঃ) বলেন, একথা শুনে আমি গিয়ে আমার স্বামী আব্দুল্লাহকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ছাদাকাহ করতে বলেছেন। আর তুমি তো গরীব অভাবী মানুষ, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তোমাকে দান করলে তা দান হিসাবে গণ্য হবে কি-না? তা না হ'লে অপর কাউকে দান করব। রাবী বলেন, আমার স্বামী আব্দুল্লাহ আমাকে বললেন, বরং তুমিই যাও। অতঃপর আমিই গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরজায় আনছার সম্প্রদায়ের অপর এক মহিলাকে একই উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো দেখলাম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ'লেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রভাবশালী লোক। অতঃপর বিলাল (রাঃ) বের হয়ে আসলে আমরা তাকে বললাম, আপনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলুন, দু'জন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে- যদি তারা তাদের নিজ স্বামীকে দান করে এবং তাদের ঘরেই প্রতিপালিত ইয়াতীমকে দান করে তাহ'লে কি তা আদায় হবে? আর অনুরোধ হ'ল আমাদের পরিচয় তাঁকে জানাবেন না। রাবী বলেন, অতঃপর

বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদ্বয় কে কে? তিনি বললেন, একজন আনছার গোত্রের এবং অপরজন যয়নাব? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। এক- নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য। দুই-ছাদাকাহ করার জন্য। (বুখারী হা/১৪৬৬: মুসলিম হা/১০০০। মিশকাত হা/১৯৩৪।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাসের গোলাম কুরাইব হ'তে বর্ণিত,
'মায়মূনাহ বিনতে হারিছ (রাঃ) তাকে সংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি ব্যতীত তিনি তার বাঁদিকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তার ঘরে নবী করীম (ছাঃ)-এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কি জানেন না যে, আমি আমার বাঁদি মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, 'তুমি কি তা করেছ'? মায়মুনাহ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'শোন। তুমি যদি তোমার মামাদেরকে এটা দান করতে তাহ'লে তোমার জন্য বেশী নেকীর কাজ হ'ত'।(বুখারী হা/২৫৯২) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وصل * ٌصَدَقَةٌ ِالْمَتَانِ ِالْقَرْبَةِ ذِي على وهي صدقة المسكين على الصدقة অর্থ: 'দরিদ্রকে দান করলে কেবল ছাদাক্বার ছওয়াব মেলে। আর আত্মীয়কে দান করলে ছাদাক্বার ছওয়াব ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ছওয়াব উভয়ই পাওয়া যায়'।**(তিরমিজি হা/৬৫৮)

অপর একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,'এ অর্থ তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। তারপর যদি কিছু বাকী থাকে তাহ'লে তোমার পরিবারের লোকদের জন্য তা ব্যয় কর, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর, এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহ'লে তা এদিকে সেদিকে ব্যয় কর'। এ বলে তিনি সামনে, ডানে ও বামে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন।(মুসলিম হা/৯৯৭)

১০. খোঁটাদান পরিহার ও তাদের নিকট দাবী-দাওয়া থেকে বিরত থাকা:

দান করে খোঁটা দেওয়া পাপ এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لا يدخل الجنة منّان অর্থ: 'খোঁটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।(বুখারী হা/৬৬৮৪)

বিধায় আত্মীয়-স্বজনকে দান করে খোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তেমনি তাদের নিকট থেকে কোন কিছু চাওয়া বা তাদের নিকটে কোন কিছু দাবী করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

১১. স্বজনদের অল্প উপঢৌকনেও তুষ্ট থাকা:

উপহার-উপঢৌকন দিলে পারস্পরিক মুহাব্বাত বৃদ্ধি পায়। মানুষের সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় না ঘটলে, পরস্পরকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বস্তু উপহার প্রদান করতে পারে না। তাই আত্মীয়দের প্রদত্ত উপহারে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

১২. তাদের অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা:

মাঝে-মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর রাখা, বছরে একবার হ'লেও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। সেটা সম্ভব না হ'লে অন্তত টেলিফোন বা মোবাইলে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি।

তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা এবং যথাসাধ্য সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তাদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। এছাড়া তাদের মর্যাদা ও স্তর অনুযায়ী যথোপযুক্ত সম্মান করা। এতে করে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট থাকবে এবং পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

১৩. তাদের কষ্ট না দেওয়া ও তাদের সমস্যা দূর করা:

কোন আত্মীয়কে কখনও কষ্ট না দেওয়া এবং তাদের সমস্যাবলী যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করা। আত্মীয়-স্বজন যখন জানবে যে, অমুক ব্যক্তি আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, সে কাউকে কষ্ট দেয় না এবং তাদের অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট ও তাদের

সমস্যায় সহযোগিতা করে, তখন তার সাথে সকলে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। তার প্রতিও সকলে সহমর্মী ও সহযোগী হবে।

১৪. তাদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকা:

আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে আসলে আনন্দিত হওয়া এবং তাদের সমাদর করা। কখনও কোন কাজে ত্রুটি হ'লে তাদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার না করা। শালীন ব্যক্তি মাত্রই মানুষের যথোপযুক্ত হক প্রদান করে থাকেন। তিনি নিজের হকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। অপরে তার অধিকার আদায় করুক বা না করুক সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন না। বরং অপরের হক আদায়ে তৎপর থাকেন। তেমনি কোন আত্মীয় কারো যথাযথ হক আদায় না করলেও তাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৫. আত্মীয়দের সমালোচনা সহ্য করা:

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যতম গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের সাথে অতি জঘন্য, যন্ত্রণা ও পীড়াদায়ক আচরণ করা হ'লেও তাঁরা সেসব অম্লান বদনে সহ্য করেন এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন না, বরং উত্তম ব্যবহার করেন। সুতরাং আত্মীয়দের সাথেও অনুরূপ আচরণ করতে হবে। কখনও তারা সমালোচনা করলেও তা সহ্য করতে হবে। এতে তারা আরো নিকটতর হবে।

১৬. আত্মীয়দের সাথে হাসি-ঠাট্টায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা:

সমাজের সকল মানুষ সব জিনিস পছন্দ করে না। যেমন অনেকে হাসি-ঠাট্টা পছন্দ করেন না। আত্মীয়দের মাঝেও অনুরূপ মানুষ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই তাদের মন মেজায বুঝে হাসি-মশকরা করতে হবে এবং এতেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। যাতে এসব তুচ্ছ কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না হয়।

১৭. ঝগড়া-বিবাদের পথ পরিহার করা:

মানুষ হিসাবে পরস্পর মনোমালিন্য সৃষ্টি হ'তে পারে। আর এটা কখনো কখনো ঝগড়া-বিবাদে রূপ নেয়। কিন্তু আত্মীয়দের মাঝে যাতে এরূপ না ঘটে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, অন্তরে প্রতিশোধ পরায়ণতা জেগে ওঠে। কাজেই ঝগড়া-বিবাদের পথ সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে।

১৮. পরস্পর উপঢৌকন বিনিময় করা:

উপহার-উপঢৌকন মুহাব্বত বৃদ্ধি করে, খারাপ ধারণা দূরীভূত করে এবং আন্তরিক বিদ্বেষকে প্রতিহত করে। তাই আত্মীয়দের মাঝে পরস্পর হাদিয়া বিনিময় করা উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَهَادُوا تَحَابُّوا অর্থ: 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, একে অপরের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি কর।(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪)

১৯. আত্মীয়কে অতি আপনজন ভাবা:

আত্মীয়-স্বজনকে নিজের দেহের অংশ হিসাবে জ্ঞান করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চিন্তা মনে না আনা। বরং তাদের সম্মান-মর্যাদাকে নিজের সম্মান এবং তাদের অপমানকে নিজের লাঞ্ছনা মনে করা। আত্মীয়দের প্রতি কারো এরূপ মনোভাব থাকলে এ বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

২০. আত্মীয়দের সাথে বৈরিতা অনিষ্ট ও বিপদের কারণ:

আত্মীয়-স্বজনের সাথে শত্রুতা ও বৈরী মনোভাব না থাকা। এতে অকল্যাণ ও বিপদের পথ প্রশস্ত হয়। কেননা মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নিজের জীবন চলার পথে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা তার প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আত্মীয়রা সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। আর আত্মীয়দের সাথে বৈরিতা থাকলে তারা বিপদ-মুছীবতের সময়ও দূরে থাকে। ফলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আরো অকল্যাণ ও বিপদের সম্মুখীন হয়। এজন্য আত্মীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

২১. যথাসময়ে আত্মীয়দের স্মরণ করতে আগ্রহী হওয়া:

যথাসময়ে আত্মীয়দের স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে বিবাহ-শাদী, ওয়ালীমা বা এ ধরনের অনুষ্ঠান ও সমাবেশে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ভুলবশত কেউ বাদ পড়ে গেলে তার কাছে গিয়ে কৈফিয়ত পেশ করা, সাধ্যমত তাকে রাযী-খুশি করা। এতে সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাবে।

২২. আত্মীয়দের মাঝে বিবাদ মীমাংসায় উৎসাহী হওয়া:

আত্মীয়দের পরস্পরের মাঝে বিবাদ মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কেননা আত্মীয়দের মাঝের ঝগড়া-বিবাদ ও ফিৎনা-ফাসাদ মিটিয়ে না ফেললে এটা বাড়তে থাকে। যা এক সময় অন্যান্য আত্মীয়দের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এই বিবাদের অগ্নি সকলকে জ্বালিয়ে মারে। পক্ষান্তরে বিবাদ মিটিয়ে ফেললে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

২৩. পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনে দ্রুততা করা:

কোন স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে দ্রুত বণ্টনের ব্যবস্থা করা। সেই সাথে বণ্টনে ন্যায়-ইনসাফ বজায় রাখা, যাতে প্রত্যেক প্রাপক তার যথাযথ অংশ পায়। আর পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পূর্বেই এ কাজ সম্পন্ন করা শ্রেয়। এতে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে সম্পর্ক কালিমামুক্ত ও নিষ্কলুষ হয়।

২৪. যৌথ অনুষ্ঠানে ঐক্যমতের প্রতি আগ্রহী হওয়া:

কোন যৌথ অনুষ্ঠানে সকল ক্ষেত্রে সবার সাথে ঐক্যমত পোষণ করার প্রতি আগ্রহী হওয়া। নিজের মত প্রতিষ্ঠা বা নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অটল থাকার মন-মানসিকতা পরিহার করা। তাদের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি, পরামর্শ প্রদান, সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সততা ও আমানত রক্ষা করা। আর প্রত্যেকেই নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে। তদ্রূপ প্রত্যেককেই নিজের ও অপরের হক সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য বিস্তারিত ও খোলামেলা আলোচনা করা। তাদের সাথে ঘনিষ্ট আচরণ করা এবং অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকা। কখনও তাদেরকে উপেক্ষা না করা। কেউ কোন ব্যাপারে একমত না হ'লেও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা। এভাবে চলতে পারলে তাদের মধ্যে রহমত অবধারিত হবে, হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের মধ্যে বরকত নাযিল হবে।

২৫. আত্মীয়তার প্রমাণ সংরক্ষণ:

আত্মীয়তার প্রমাণ সংরক্ষণ দু'ভাবে করা যায়। (১) কাগজে আত্মীয়দের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে সংরক্ষণ করা এবং সকলকে কপি দেওয়া। বংশীয় সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক লিখে বা মুখস্থ করে সংরক্ষণের ব্যাপারে হাদীছে নির্দেশ এসেছে।

যেমন জুবায়র ইবনু মুতঈম (রাঃ) বলেন, তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে মিম্বরের উপর ভাষণরত অবস্থায় বলতে শুনেছেন,

'তোমাদের বংশপঞ্জিকা (নসবনামা) জেনে রাখ এবং (তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা কর। আল্লাহর কসম! অনেক সময় কোন ব্যক্তি ও তার (বংশানুক্রমিক) ভাইয়ের মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটে যায়: যদি সে জানতে পারত যে, তার এবং এর মধ্যে রক্তের বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে, তবে তারা তার ভাইকে অপদস্থ করা হ'তে নিবৃত্ত করত'।"(আল আদাবুল মুকরাদ হা/৭২,সনদ সহিহ) অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'বংশপঞ্জিকা সংরক্ষণ কর (এবং তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। কেননা দূরের আত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণ দ্বারা ঘনিষ্ঠতর হয়ে যায় এবং নিকটাত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণের অভাবে দূর হয়ে যায়। রক্তের বন্ধন ক্বিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্টজনের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে এবং যদি সে তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রেখে থাকে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যদি সে তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে'।(আল আদাবুল মুকরাদ হা/৭৩, সনদ সহিহ)

(২) আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় সন্তান-সন্ততিকে সঙ্গে নেওয়া। যাতে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় তারা অভ্যস্ত হয় এবং তাদের সাথে পরিচিত হয়।

২৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করা:

সকল ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাযী-খুশির উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে, এতে অন্য কাউকে শরীক করা চলবে না। সকল কাজ হবে নেকী ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য, জাহিলী কোন বিষয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন লক্ষ্যে হবে না। তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকে ছওয়াব অর্জন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে এ সম্পর্কে কখনও চিড় ধরবে না।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ

আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট ও ছিন্ন হওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাদের প্রতি অনুগ্রহ, অনুকম্পা পরিহার করা, পূর্ববর্তী আত্মীয়দের বংশধরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, শারঈ ওযর ব্যতীত তাদের প্রতি ইহসান না করা, কারো প্রতি আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করার দোষ চাপানো ইত্যাদি।"

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গোনাহ।" কেননা আল্লাহ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। আর অন্যান্য আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা গোনাহের কারণ, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপকারিতা ও পাপ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি বড় গোনাহের কাজ। এর ফলে পারস্পরিক বন্ধন নষ্ট হয়, বংশীয় সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয়, শত্রুতা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়, বিচ্ছিন্নতা ও একে অপরকে পরিত্যাগ করা অবধারিত হয়। এটা পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, হৃদ্যতা ও ভালবাসা দূর করে, অভিশাপ ও শাস্তি ত্বরান্বিত করে, জান্নাতে প্রবেশের পথকে বাধাগ্রস্ত করে, হীনতা ও লাঞ্ছনা আবশ্যক করে। এছাড়া এর কারণে মানব মনে চিন্তা ও পেরেশানী বৃদ্ধি পায়। কেননা মানুষ যার নিকট থেকে ভাল ব্যবহার, কল্যাণ ও সুসম্পর্ক কামনা করে, তার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে সেটা অধিক পীড়াদায়ক ও অসহনীয় হয়। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনামতে জ্ঞাতি সম্পর্ক ছিন্ন করার কিছু পাপ ও অপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী অভিশপ্ত:

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ،أولئك الذين لعنهم الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

অর্থ: 'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকে লা'নত করেন এবং করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন' (মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৩)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান ইবনু নাছের আস-সা'দী বলেন, এতে দু'টি বিষয় রয়েছে। ১. আল্লাহর আনুগত্য আবশ্যকীয় করে নেয়া এবং তাঁর আদেশকে যথার্থভাবে পালন করা। এটা কল্যাণ, হেদায়াত ও কামিয়াবী। ২. আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হওয়া, তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন না করা। যার দ্বারা দুনিয়াতে কেবল বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আর এ বিপর্যয় সৃষ্টি হয় পাপাচার ও অবাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এবং জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করার কারণে। তারাই ঐসকল লোক যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে। আল্লাহ স্বীয় রহমত থেকে তাদেরকে দূর করে দিয়ে এবং তাঁর ক্রোধের নিকটবর্তী করে তাদের অভিসম্পাত করেন'।

অন্যত্র তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوليك لهم اللعْنَة وَهُم سُوة الدَّارِ

অর্থ: যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস' (রাদ ১৩/২৫)।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ক্ষতিগ্রস্ত ফাসেকদের দলভুক্ত:

জ্ঞাতি সম্পর্ক বিনষ্টকারী পাপাচারী ও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وما يضل به إلا الفاسقين ،الذين ينقضون عهد اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ ما أمر الله به أن يوصل ويفيدون في الأرض أولئك لهم الخاسرون

অর্থ: 'বস্তুত তিনি ফাসেকদের ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ

করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত' (বাকারাহ ২/২৬-২৭)।

৩. পার্থিব শাস্তি ত্বরান্বিত হওয়া ও পরকালীন শাস্তি বাকী থাকা:

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে পর্বকালে কঠোর শাস্তি তো রয়েছেই, দুনিয়াতেও তাদের দ্রুত শাস্তি হবে। আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ما من ذلب ٍأجدر أن يعجل الله تعالى الصاج العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الأجزة مثل البغي وقطيعة الرحم

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর ন্যায় অন্য কাউকে পৃথিবীতে দ্রুত শাস্তি দেয়ার পরও পরকালীন শাস্তি তার জন্য জমা করে রাখেননি'।" (আবু দাউদ হা/৪৯০২। তিরমিযী হা/২৫১১। ইবনু মাজাহ হা/৪২১১। মিশকাত হা/৪৯৩২)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لصاحبه الله يعجل أن أخرى ذلب من ها الرحم قطيعة من الأجزة في له يدخر ما مع ،الدنيا في العفونة

অর্থ: 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং বিদ্রোহের মত দুনিয়াতেই ত্বরিৎ শাস্তির উপযুক্ত আর কোন পাপ নেই। পরকালে তার জন্য যে শাস্তি সঞ্চিত রাখা হবে, তা তো আছেই'। (আল আদাবুল মুফরাদ হা/৬৭,সনদ সহিহ)।

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন:

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে মহান আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করলেন, তখন রেহেম (আত্মীয়তা) উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কোমর ধরল। আল্লাহ তা'আলা বললেন, থাম (কি চাও)? সে বলল, এটা হ'ল আত্মীয়তা ছিন্নকারী হ'তে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার স্থান! তিনি বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব? রেহেম বলল, জ্বী হ্যাঁ, প্রভু। তিনি বললেন, এটা তো তোমারই জন্য। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, ইচ্ছা হ'লে পড়তে পার, 'তবে কি (হে মুনাফিক সমাজ!)

তোমরা আধিপত্য লাভ করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন সমূহকে ছিন্ন করবে' (সুরা মুহাম্মাদ- ২২)।

৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না:

জ্ঞাতি সম্পর্ক বিনষ্টকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لا يدخل الجنة قاطع অর্থ: 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।(বুখারী হা/৫৯৮৪)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি বড় গোনাহের কাজ। একাজের মাধ্যমে দুনিয়াতে বিভিন্ন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও শাস্তি রয়েছে, পরকালে তো বটেই। তাই আমাদেরকে এ থেকে সাবধান হ'তে হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এমনকি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের থেকে দূরে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বালক ও নির্বোধদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। রাবী সাঈদ ইবনু সাম'আন (রাঃ) বলেন, ইবনু হাসানা জুহানী তাঁকে বলেছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, এর নিদর্শন কি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে, বিভ্রান্তকারীর আনুগত্য করা হবে এবং সৎপথ প্রদর্শনকারীর অবাধ্যতা করা হবে।"(আল আদাবুল মুফরাদ হা/৬৬,সনদ সহিহ)

আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকার নিদর্শন

কতিপয় আলামত দেখে সহজেই অনুমিত হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শন নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র, অসচ্ছল ও অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে দান-ছাদাক্বা না করা।এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের মধ্যে সাচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় শ্রেণীর লোক আছে। কখনও কখনও সচ্ছল লোকেরা দূরবর্তী লোকদেরকে সহযোগিতা করলেও,

অভাবী নিকটাত্মীয়দের সহযোগিতা করে না। এটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

২. হাদিয়া বা উপঢৌকন বিনিময় না করা। এটা কখনও কৃপণতার কারণে হয়ে থাকে। কখনওবা এ ধারণায় হয়ে থাকে যে, যাকে হাদিয়া দেওয়া হবে তার এ ধরনের উপহার-উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই। যদিও এ ধারণা ভুল। কেননা কোন উপহার সাধারণত মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয় না। বরং উপহার-উপঢৌকন পারস্পরিক মুহাব্বত, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।

৩. পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ না করা।বহু দিন, মাস ও বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় অথচ আত্মীয়-স্বজন পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করে না। ফলে একে অপরকে ভুলে যেতে শুরু করে। এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পূর্ব লক্ষণ।

৪. আত্মীয়দের মাঝে একে অপরের সুখে-দুঃখে সহমর্মী ও সমব্যথী না হওয়া। বিপদাপদে পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকা।

৫. আত্মীয় ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর একত্রিত হওয়ার জন্য দিনক্ষণ নির্ধারিত ও স্থান নির্দিষ্ট থাকলে, সেখানে উপস্থিত না হওয়া।

৬. আত্মীয়-স্বজন সম্পর্ক বজায় রাখলে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা আর তারা সম্পর্ক ঠিক না রাখলে বন্ধন ছিন্ন করা। এটা প্রকৃত অর্থে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা নয়। বরং এটা হচ্ছে বিনিময়। যে কোন মূল্যে সম্পর্ক ও বন্ধন বজায় রাখাই হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা।

৭. বিবাহ-ওয়ালীমা, ঈদ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদেরকে দাওয়াত না দেওয়া এবং তাদেরকে উপেক্ষা করা।

৮. খারাপ কথা ও কাজ এবং অশোভন আচরণের মাধ্যমে তাদের কষ্ট দেওয়া। এ ছাড়া বিভিন্ন উপায়ে তাদের দূরে রাখার চেষ্টা করা।

৯. তাদেরকে হকের দিকে দাওয়াত না দেওয়া, হেদায়াতের দিক-নির্দেশনা প্রদান না করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ না করা।

১০. ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা কিংবা অন্য কোন কারণে আত্মীয়দের মাঝে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা তৈরী করা।

উপরোক্ত কাজগুলি আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকার নিদর্শন। তাই এসব থেকে বিরত থেকে আত্মীয়দের সাথে সাধ্যমত সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হওয়া সকলের জন্য অতীব যরূরী।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে, যার কোন একটি বা একাধিক কারণ বিদ্যমান থাকলে মযবুত জ্ঞাতি সম্পর্কও শিথিল হয়ে যায়, শক্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. অজ্ঞতা: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফযীলত এবং সম্পর্ক বিনষ্ট করার পাপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। ফলে এ ধরনের অজ্ঞ মানুষ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয় না। বরং কোন কোন সময় এ বন্ধন ছিন্ন করতে তৎপর ও সচেষ্ট হয়।

২. তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতার অভাব: মানুষের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির অভাব থাকলে তার দ্বীনদারী দুর্বল হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশ পালন করা বা না করায় তার মধ্যে তেমন কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বা ভাবান্তর সৃষ্টি হয় না। তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নেকী অর্জনে আগ্রহী হয় না এবং এ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পরিণতিকে ভয় পায় না।

৩. অহংকার: কোন কোন মানুষ যখন উচ্চ পদমর্যাদা ও শীর্ষস্থান লাভকরে কিংবা বড় ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়, তখন আত্মীয়দের সাথে গর্ব-অহংকার করে। আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিকে গর্বভরে প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে অবজ্ঞা করে। আর এ কাজকে সে যথার্থ মনে করে। এমনকি সে এটাও মনে করে যে, মানুষ তার কাছে সাক্ষাৎ করতে আসবে এবং সে নিজে সাক্ষাৎ দাতা হওয়ার অধিক উপযুক্ত। এই অহংকার আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কারণ।

৪. দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা: এমন অনেক মানুষ আছে যারা আত্মীয়-স্বজন থেকে দীর্ঘ সময় এমনকি বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে অপরিচিতি ও অজানা-অচেনা অবস্থা সৃষ্টি হয়। দেখা-সাক্ষাতে কালক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রতা তৈরী হয়। এভাবে আত্মীয়দের সাথে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার ফলে স্থায়ী বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

৫. অত্যধিক তিরস্কার: বহু মানুষ এমন আছে যে, দীর্ঘদিন পরে তার বাড়ীতে কোন আত্মীয় আসলে অব্যাহত ও অবিরতভাবে তাকে তিরস্কার ও নিন্দা করতে থাকে। এমনকি এক্ষেত্রে সীমালংঘন করে ফেলে এবং ঐ আত্মীয়ের হক ভুলে গিয়ে তাকে যথার্থ সমাদর ও যত্ন করতে ঘাটতি করে ফেলে। এতে ঐ আত্মীয় তার বাড়ীতে আসা কমিয়ে দেয়। এভাবে দূরত্ব তৈরী হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

৬. অতিরিক্ত কষ্ট করা: সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তাদের নিকটে কোন আত্মীয় আসলে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কষ্ট করে। তাদের সমাদর ও আপ্যায়নে সীমালংঘন করে। সম্পদের অপচয় করে, অর্থ-কড়ি বিনষ্ট করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা নিঃসম্বল হয়ে যায়। এতে অনেক আত্মীয় তার বাড়ীতে যাওয়া কমিয়ে দেয় এ আশংকায় যে, সে সমস্যায় পড়বে।

৭. বাড়ীতে আগত আত্মীয়দের গুরুত্ব কম দেওয়া: বহু মানুষ রয়েছে যাদের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন আসলে তাদেরকে যথার্থ গুরুত্ব দেয় না।তাদের সাথে প্রাণ খুলে কথাও বলে না। বরং তাদেরকে এড়িয়ে চলা বা প্রত্যাখ্যান করার ভাব মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে এবং আত্মীয়দের সাথে যখন কথা বলে তখন তাদের মুখ শুকিয়ে যায়। তাদের আগমনে খুশি হ'তে পারে না, তাদের আগমনে শুকরিয়া আদায় করে না, তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা

বা সাদর সম্ভাষণ জানায় না। বরং তাদের কথা-বার্তায় বিরক্তভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে ঐ আত্মীয়ের সাথে অন্যদের সাক্ষাৎ করা বা তার বাড়ীতে আসার ব্যাপারে অন্যগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৮.কৃপণতা: সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ ও সম্মান দান করলেও তারা আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকে। এটা অহংকারবশতঃ নয়। বরং এটা আত্মীয়দের জন্য গৃহদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার ভয়, যাতে তারা বেশী বেশী আগমন করবে এবং তার কাছে অধিক হারে অর্থ-কড়ি চাইবে ইত্যাদি। তাছাড়া তার বাড়ীতে আসলে আত্মীয়-স্বজনকে যথার্থ আপ্যায়ন করতে হবে, সাধ্যমত তাদের খেদমত করতে হবে। এতে তার ব্যয় বেড়ে যাবে। এই ভয়ে আত্মীয়দের এড়িয়ে চলে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ও তাদেরকে পরিত্যাগ করে।

৯. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব করা: অলসতাবশত কিংবা কারো কারো জিদ ও গোঁড়ামির কারণে উত্তরাধিকারীদের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব করা। যখন মীরাছ বণ্টনে দেরী হবে এবং কেউ ভোগ-দখল করতে থাকবে, তখন আত্মীয়দের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে। এতে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য অংশ লাভের দাবী তীব্র হবে। অপরদিকে এই ওয়ারিছদের কেউ মারা গেলে মীরাছ বণ্টনের পরিসর বেড়ে যায়, সেটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে থাকে না। কারণ এক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব বেড়ে যায়। আর সকলে সম্পদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণের জন্য সমবেত হয়। এতে পরস্পরের মধ্যে কুধারণার সৃষ্টি হয় এবং গোলযোগ ও ঝগড়া-বিবাদ বেঁধে যায়। ফলে পরিস্থিতি হয় সঙ্কটাপন্ন, সমস্যা হয় ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর ফলাফল হয় আত্মীয়দের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

১০. আত্মীয়দের মাঝে যৌথ কারবার: যখন কয়েক ভাই কিংবা কিছু আত্মীয়-স্বজন মিলে যৌথভাবে কোন প্রকল্প অথবা ব্যবসা বা কোম্পানী চালু করা হয় এবং তা যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত না হয়, তখন অংশীদারদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এজন্য তা প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে নিষ্কলুষ মন-মানসিকতা নিয়ে। অন্যথা যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কর্মপরিধি বেড়ে যাবে তখন পরস্পর বিরোধী মনোভাব তৈরী হবে। বিদ্রোহ ত্বরান্বিত হবে এবং খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে। এ বিশেষত

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ও পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থ মানসিকতা কম থাকলে অথবা একজন স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকলে কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট হ'লে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। কখনও অবস্থা এমন হয় যে, এ বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ফলে প্রতিপক্ষের জন্য এটা হয় লজ্জা ও অপমানের কারণ। আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

অর্থ: 'আর শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর তো অবিচার করে থাকে, করে না কেবল মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প' (ছোয়াদ ৩৮/২৪)।

১১. দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা: দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, বিত্ত-বৈভবে নিমজ্জিত ব্যক্তি, যার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার মত সময় নেই এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রদর্শনের মত ন্যূনতম ফুরসত নেই। এরূপ ব্যক্তির সাথে অন্যরাও সম্পর্ক নিমজ্জিত ব্যক্তি, যার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার মত সময় নেই এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রদর্শনের মত ন্যূনতম ফুরসত নেই। এরূপ ব্যক্তির সাথে অন্যরাও সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে এ ধরনের লোকের নিকটে পার্থিব জীবন হয় মুখ্য এবং পরকালীন জীবন হয় গৌণ। ফলে তারা দ্বীনদার, পরহেযগার মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। কখনওবা এদের দুনিয়াপ্রীতি ধর্মভীরু মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। কেননা এ ধরনের লোকেরা আল্লাহভীরুদের অজ্ঞ, মূর্খ ও অসামাজিক বলে তিরস্কার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

১২. দূরত্ব ও সাক্ষাৎ করতে অলসতা: এমন অনেক মানুষ আছে, যারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী দূরে হয়ে গেলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে কষ্টবোধ করে। এর ফলে ঐ আত্মীয়রা ধীরে ধীরে তার থেকে দূরে সরে যায়। দূরের আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা থাকলেও সফরের কষ্ট তাকে নিবৃত্ত করে দেয়। ফলে ঐ আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের বাড়ীতে গমন করতে হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

১৩. আত্মীয়দের কষ্ট সহ্য না করা ও সহিষ্ণু না হওয়া: অনেক লোক আছে, যারা আত্মীয়দের প্রদত্ত ন্যূনতম কোন কষ্টও সহ্য করে না এবং তাদের কোন তিরস্কারও

বরদাশত করে না। এমনকি এ কারণে লোকেরা ক্রমশঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দিকে ধাবিত হয়।

১৪. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আত্মীয়দের ভুলে যাওয়া: পরিবারের কারো ওয়ালীমা বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত-ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়; অথচ দরিদ্র আত্মীয়দেরকে দাওয়াত দেয়া হয় না। কখনওদায়সারাভাবে কিংবা ফোনে দাওয়াত দেওয়া হয়। কোন কোন সময় কাউকে ভুলবশত আমন্ত্রণ করা হয় না। এসব কারণে আত্মীয়দের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কেউ এ ভুলে যাওয়াকে মনে করে তাদের সাথে ভুলে যাওয়ার অভিনয় করা হয়েছে বা তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এ ধরনের কুধারণা সৃষ্টির ফলে জ্ঞাতি সম্পর্ক ছিন্ন ও তাদের প্রত্যাখ্যানের দিকে ধাবিত হয়।

১৫. হিংসা-দ্বেষ: আল্লাহ অনেককে বিদ্যা-বুদ্ধি ও সম্পদ দান করেছেন এবং তাদের অন্তরে আত্মীয়দের প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারা সাধ্যমত আত্মীয়দের আদর-আপ্যায়ন করে। এটা দেখে কোন কোন আত্মীয় হিংসা করে, তার খুলুছিয়াতে সন্দেহ পোষণ করে। সে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভোগে, অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসে। ফলে ঐ আত্মীয়ের প্রতি অকারণে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে। এটাই এক সময় তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর খাড়া করে দেয়।

১৬. অত্যধিক হাসি-ঠাট্টা: অতিরঞ্জিত কোন কিছুই ভাল নয়। তেমনি হাসি-ঠাট্টার ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি মঙ্গলজনক নয়। কারণ সবাই এসব পছন্দ করে না। আবার হাসি-ঠাট্টার ছলে মুখ ফসকে এমন কথা বের হয়ে যায়, যা অন্যের কাছে অসহনীয় হয় এবং এটা তার মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে যে ব্যক্তি উক্ত কথা বলে তার প্রতি ক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়। যা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নের পর্যায়ে গড়ায়।

১৭. চোগলখোরী করা: চোগলখোরী যেমন মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তেমনি আত্মীয়দের মাঝেও সম্পর্কের অবনতি এবং ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। কেননা পরস্পরের দোষ-ত্রুটির আদান-প্রদান ও কুৎসা রটনা মানুষের অন্তরে ক্ষোভ পয়দা করে। আর আত্মীয়দের মাঝে এ ঘটনার অবতারণা হ'লে আত্মীয়তা নষ্ট হয়।

১৮. কু-ধারণা পোষণ করা: কোন কোন সময় আত্মীয়রা অপরের কাছে স্বীয় প্রয়োজন ও চাহিদা ব্যক্ত করে তা পূরণের দাবী করে। কিন্তু দাবীকৃত ব্যক্তির পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব হয় না বা সে অপারগতা প্রকাশ করে। এতে যাচঞাকারীর মনে ঐ আত্মীয় সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরী হয়। সে মনে করে যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে সহায়তা করা হ'ল না। এতে তার মনে ঐ আত্মীয়ের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। যা এক সময় বিচ্ছিন্নতায় রূপ নেয় এছাড়াও বিভিন্ন কারণে কু-ধারণা সৃষ্টি হ'তে পারে। এগুলি থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

১৯. আত্মীয়দের থেকে নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখার প্রচেষ্টা: এক শ্রেণীর ধনী লোক আছে, যারা সম্পদের যাকাত বের করে দূরবর্তী লোকদের দান করে এবং নিকটাত্মীয়দের পরিত্যাগ করে এ কারণে যে, আত্মীয়রা তার সম্পদের পরিমাণ জেনে যাবে। নিজেকে গোপন রাখার প্রচেষ্টায়ই সে আত্মীয়দেরকে দূরে সরিয়ে দেয়।

২০. স্বামী-স্ত্রীর অসৎ চরিত্র: কোন কোন লোক স্ত্রীর খারাপ চরিত্রের কারণে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে ও অশেষ দুর্ভোগ পোহায়। কেউই এটা সহ্য করতে পারে না। জীবন তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। স্ত্রীর অসৎ চরিত্রের কারণে সে চায় না তার কোন আত্মীয় বা অন্য কেউ তার স্ত্রীর সাথে কথা বলুক। ফলে সে আত্মীয়দের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এমনকি আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করা থেকেও বিরত থাকে এবং তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। আবার কেউ তার বাড়ীতে আসলেও সে আনন্দিত হয় না, তার সাথে হাসিমুখে কথা বলে না। যথাযথ আপ্যায়ন করে না। এসব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে স্বামীর চরিত্র খারাপ হ'লেও স্ত্রীকে সমস্যায় পড়তে হয়। সেও স্বামীর সাথে তার কোন মহিলা আত্মীয় দেখা-সাক্ষাৎ করুক বা কথা বলুক এটা সে মেনে নিতে পারে না। ফলে স্বামীকে সে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা না করতে বাধ্য করে।

এগুলি হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কতিপয় কারণ। সুতরাং এসব কারণের কোন একটি পরিলক্ষিত হ'লে তা দ্রুত পরিহার করতে হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক

বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার মত সকল প্রকার কারণ থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে হবে।

উপসংহার

সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি, সফলতা, সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা-স্থিতিশীলতার অনেকটাই নির্ভর করে সামাজিক সম্পর্কগুলোর উপরে। সমাজের সদস্যদের মাঝে সম্পর্ক যত উন্নত হবে সে সমাজ তত উন্নত হবে। এজন্য ইসলাম সামাজিক বিভিন্ন সম্পর্কের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। তন্মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অন্যতম। আত্মীয়তার বন্ধন নিছক কোন সামাজিক বিষয় নয়। বরং ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত প্রভৃতি মৌলিক ইবাদতের ন্যায় আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখা ও জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। অনুরূপভাবে পার্থিব জীবনে হায়াত ও জীবিকায় বরকত লাভ করার মাধ্যম হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অতীব যরূরী। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা জান্নাত থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে উম্মতকে সাবধান করে বলেন, أَرْحَامَكُمْ أَرْحَامَكُم অর্থ: 'তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন' (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে সাবধান হও)। অতএব প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ-নারীকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَاب-